বাজারে আগুন নাই কোথাও আগুন নাই...

গোলাম মোর্তোজা ও অনিরুদ্ধ ইসলাম

তাকে নিয়ে যদি কোনো কথা বলতে না হতো, যদি লিখতে না হতো- তাহলে কিছুটা মানসিক শান্তিতে থাকা যেত। এটা সম্ভব হতো তখনই, যদি তিনি আমাদের মাফ করে দিতেন। আর কোনো কথা না বলতেন। কিন্তু তা হবার নয়। সৃষ্টিকর্তা মুখ দিয়েছেন কথা বলার জন্যে, তিনি কথা বলবেনই। তাকে থামানোর কেউ নেই। শোনা যায় একবার থামানোর উদ্যোগ নিয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রী। তাতে কিছুটা কাজও হয়েছিল। কিন্তু কথা বলতে না পেরে তার নাকি দম আটকানোর অবস্থা হয়েছিল। তিনি আর ঠিক থাকতে পারছিলেন না। তার কষ্ট সহ্য হয়নি প্রধানমন্ত্রীর। 'আল্লাহর মাল আল্লাহ নিয়ে গেছে'- খ্যাত স্বঘোষিত 'ক্রাইসিসম্যান' আবার কথা বলার অনুমতি পেয়েছেন। এতে তার কষ্ট দূর হয়েছে। তবে দুর্ভোগ বেড়েছে দেশের মানুষের।

তার একেকটি বাণীতে মানুষের জীবন অসহনীয় হয়ে উঠছে। মুখে মিটিমিটি হাসি নিয়ে তিনি বলছেন, 'বাজারে আগুন নাই, কোথাও নাই...'। আহা, কী চমৎকার বাণী! মানুষ আনন্দিত হয়ে ওঠে। এমন মহামানবের অমৃত বাণীর অপেক্ষায় কত কাল প্রতিক্ষা করেছিলেন দেশের মানুষ!!

১২ টাকা কেজির কাঁচামরিচ এখন ৮০ টাকা। বাজারে এমন কোনো জিনিস নেই, যার দাম গত কয়েক দিনে ২ থেকে ৫ টাকা বাড়েনি। কিন্তু তার কাছে সবকিছু স্বাভাবিক। কোনো জিনিসের দাম বাড়েনি। বরং মানুষের আয় বেড়েছে। সুখ-শান্তি ধরে রাখার জায়গা খুঁজে পাচ্ছে না মানুষ। বাংলার আকাশে-বাতাসে এখন শুধুই সুখ আর শান্তি।

জয়তু মিস্টার ক্রাইসিসম্যান!

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শুধু ক্রাইসিসম্যানকেই কথা বলার সুযোগ দেননি। তিনি নিজেও কথা বলতে শুরু করেছেন। সম্ভবত প্রভাবিত হয়েছেন ক্রাইসিসম্যান দ্বারা। প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, 'কোনো কিছুর দাম বাড়েনি। পত্রিকাগুলো অহেতুক লিখছে।' এ কথা তিনি বলেছেন জাতীয় সংসদে দাঁড়িয়ে। প্রধানমন্ত্রী আরো বলেছেন, 'দাম যা সামান্য বেড়েছে তার তুলনায় মানুষের আয় বেশি বেড়েছে।' তিনি সরকারি কর্মচারীদের বেতন বৃদ্ধির বিষয়টি বোঝাতে চেয়েছেন। এ কথা সত্যি যে, সরকারি কর্মচারীদের বেতন বেড়েছে। তারচেয়ে বড় সত্য এই যে, দ্রব্যমূল্য বেড়েছে বেতন বাড়ার চেয়ে কয়েক গুণ। আর একটি মৌলিক প্রশ্ন হলো, বাংলাদেশের সব মানুষ কি সরকারি চাকরিজীবী? যারা বেসরকারি

প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার সবচেয়ে বড় গুণ তিনি কম কথা বলেন। অন্য নেতা বা নেত্রীকে উদ্দেশ্য করে শালীনতা বর্জিত কোনো বাক্য তিনি বলেন না। জনমানুষ এটাকে ইতিবাচকভাবে দেখে। কিন্তু দ্রব্যমূল্য নিয়ে প্রধানমন্ত্রী এটা কী বললেন? এতটা বাস্তবতা বিবর্জিত তিনি হলেন কী করে? বিএনপির সিনিয়র-জুনিয়র মন্ত্রী-নেতা একটি কথা প্রকাশ্যে না হলেও স্বীকার করছেন, দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি তাদের সরকারের সবচেয়ে নেতিবাচক দিক।

বাজার চিত্র

রাজধানীর কারওয়ান বাজার, মোহাম্মদপুরের টাউনহল বাজার ও কৃষি মার্কেট ঘুরে এবং ক্রেতাদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, যৌক্তিক কারণ ছাড়াই ব্যবসায়ীরা চাল, ডাল, চিনি, তেলসহ নিত্যপ্রয়োজনীয় সব পণ্যের দাম বাড়িয়ে দিয়েছে। মাছ ও ব্রয়লার মুরগির দামও বেড়েছে। মোহাম্মদপুর টাউনহল বাজারে আসা ইয়াসমিন হক জানান, এখন বাজার করতে এলে মাথা ঠিক থাকে না। নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের উর্ধ্বগতির কারণে প্রতিদিনের হিসাব মেলানো কঠিন হয়ে পড়েছে। চাল, ডাল, গরুর মাংস, পেঁয়াজ, শাকসবজির দাম বৃদ্ধি সাধারণ ক্রেতাদের ফেলেছে ভোগান্তিতে। চালের দাম প্রকারভেদে কেজিপ্রতি ২-৩ টাকা বেড়েছে। ডালের দাম বেড়েছে ৩-৫ টাকা। বাজারে বর্তমানে মূল্যবৃদ্ধির ক্ষেত্রে সবচেয়ে আলোচিত হচ্ছে কাঁচামরিচ। কাঁচামরিচের কেজিপ্রতি মূল্য ১২ টাকা থেকে পাঁচ গুণ বৃদ্ধি পেয়ে বর্তমানে ৮০ টাকায় বিক্রি হচ্ছে। মরিচের এই মূল্যবৃদ্ধি সম্পর্কে বিক্রেতারা বর্ষা মৌসুমের কথা জানান। সিটি কর্পোরেশন গরুর মাংসের দাম ১০০ টাকা বেঁধে দিলেও বাজারভেদে ১১০-১২০ টাকায় বিক্রি হতে দেখা গেছে। পেঁয়াজের দাম বেড়েছে ৪ টাকা। ১৫ টাকা কেজির পেঁয়াজ ১৯ টাকায় বিক্রি হচ্ছে। বড় কোয়ার ভারতীয় রসুনের কেজি ৫৫ থেকে বেড়ে ৬০ টাকায় উন্নীত হয়েছে। এক কোয়ার দেশী রসুন ৭০ টাকা। করলা, ঝিঙ্গা, কাকরোল, বরবটি, চিচিঙ্গা, ঢেঁড়স জাতীয় সবজির দাম বাজারভেদে ১ থেকে ২ টাকা বেড়েছে। বেগুনের দাম বেড়েছে ২ টাকা। বাজেট-পরবর্তী দুধের বাজারেও অস্থিতিশীলতা লক্ষ্য করা গেছে। ২৬০ টাকা দরে বিক্রি হওয়া ডিপ্লোমা বাজেটের পর ২৬৮ টাকায় বিক্রি হচ্ছে। ২৫০ টাকায় বিক্রি হচ্ছে মিল্ক ভিটা দুধ, যার বাজেটপূর্ব মূল্য ছিল ২৪৭ টাকা।

পেঁয়াজ, মরিচ, তেল থেকে শুরু করে সবজি, ফলমূলসহ প্রতিটি পণ্যের মূল্যই বৃদ্ধি পেয়েছে।

মাছের বাজারেও বাজেটের প্রভাব লক্ষ্য করা গেছে। টেংরা, পুঁটি, মলা, কাচকিসহ বিভিন্ন ধরনের ছোট মাছের দাম কেজিপ্রতি ২০ টাকা বেড়েছে। এখন ইলিশ মাছের মৌসুম হওয়ায় এবং বাজারে ইলিশের পর্যাপ্ত সরবরাহ থাকায় এর দাম খুব একটা বাড়েনি বলে জানালেন একজন বিক্রেতা। এ ছাড়াও দেশী রুই কেজি ১২০-১৮০ টাকা, দেশী কাতলা ১৩৫-১৫০ টাকা, পাঙ্গাশ মাছ বিদেশী ৭০ টাকা কেজি এবং বড় চিংড়ি ৬০০ টাকা কেজিতে বিক্রি হচ্ছে। প্রতি বছর মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্ত শ্রেণীর লোকদের জন্য বাজেট যেন অভিশাপ হয়ে আসে। বাজেট মানেই দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি। বাজেট-পরবর্তী বাজার পরিস্থিতির সঙ্গে প্রতিদিন সংগ্রাম করতে করতে তারা যখন নিজেদের কিছুটা মানিয়ে নিতে শুরু করে, তখনই চলে আসে পরবর্তী বছরের বাজেট। তাই মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্ত শ্রেণীর লোকেরা কখনই বাজেট নামক বিভীষিকা থেকে রেহাই পায় না।

পণ্যমূল্যের অস্বাভাবিক উর্ধ্বগতির লাগাম টেনে ধরতে সরকারের বিভিন্নমুখী উদ্যোগ ব্যর্থ হওয়ায় জনজীবনে বেড়েছে চরম দুর্ভোগ। একই সঙ্গে বিশ্বব্যাংক ও আইএমএফের পরামর্শে গ্যাস, পানি, বিদ্যুৎ ও পরিবহনের মতো সেবা সার্ভিসের মূল্য দফায় দফায় বেড়ে যাওয়ায় দেশের ক্রেতা ও ভোক্তা শ্রেণী আরো বেশি অসহায় হয়ে পড়েছে।

চালের নাম	পরিমাপ	বাজেট-পূর্ববর্তী খুচরা মূল্য	বাজেট-পরবর্তী খুচরা মূল্য
নাজিরশাইল	এক কেজি	২১/-	২২-২৩/-
মসুর ডাল দেশী	এক কেজি	৪৭/-	৫০/-
তেল বোতলজাত	৫ লিটার	২৬৫/-	২৭০
পেঁয়াজ দেশী	এক কেজি	১৫/-	১৯/-
চিনি, দুধ	এক কেজি	৩৪-৫০/-	৩৬
ডিপ্লোমা	এক কেজি	২৬০/-	২৬৮/-
চা উন্নতমানের	এক কেজি	১৩৫/-	১৪০/-

এহসানুল করিম

চাকরি করে তাদের বেতন কি বাড়িয়েছেন প্রধানমন্ত্রী? আর বেতন বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে দামও যদি বাড়ে, তাহলে বেতন বাড়িয়ে লাভ কী? বেতন বাড়বে ২ টাকা দ্রব্যমূল্য বাড়বে ৫ টাকা, এতে কি মানুষের জীবন আরো দুর্বিষহ হয়ে পড়বে না? এখন দেশের বাস্তবতা তো এ রকমই।

তাহলে প্রধানমন্ত্রী এমন কথা বলছেন কেন? প্রধানমন্ত্রী বাজারে যান না। সুতরাং তিনি সরাসরি জানার সুযোগ পান না। তিনি জানতে পারেন পত্রিকা পড়ে, বেসরকারি স্যাটেলাইট চ্যানেলের খবর দেখে। কিন্তু তিনি তো ধরেই নিয়েছেন এরা সঠিক সংবাদ দিচ্ছে না। সঠিক চিত্র তুলে ধরছে বিটিভি। সাধারণ মানুষের কাছে যা পরিচিত 'মিথ্যা কথার বাক্স' হিসেবে।

এতদিন পর্যন্ত বাণী দিয়ে লোক হাসাচ্ছিলেন মি. ক্রাইসিসম্যান। এখন ক্রাইসিসম্যানের উপদেষ্টা রবকতউল্লাহ ভুলু যোগ দিয়েছেন সেই দলে। তিনি জিনিসপত্রের দাম বৃদ্ধি নিয়ে ঠাট্টা করেছেন এই বলে, 'মিন্টু ভাইদের (আবদুল আউয়াল মিন্টু) দাওয়াত-মেহমানদারিতে বেশি জিনিসপত্র কেনা হয় বলেই বাজারে দাম বেড়ে গেছে।' মানুষের জীবন নিয়ে রসিকতা করা সম্ভবত একেই বলে!

প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার সবচেয়ে বড় গুণ তিনি কম কথা বলেন। অন্য নেতা বা নেত্রীকে উদ্দেশ্য করে শালীনতা বর্জিত কোনো বাক্য তিনি বলেন না। জনমানুষ এটাকে ইতিবাচকভাবে দেখে। কিন্তু দ্রব্যমূল্য নিয়ে প্রধানমন্ত্রী এটা কী বললেন? এতটা বাস্তবতা বিবর্জিত তিনি হলেন কী করে?

বিএনপির সিনিয়র-জুনিয়র মন্ত্রী-নেতা

একটি কথা প্রকাশ্যে না হলেও স্বীকার করছেন, দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি তাদের সরকারের সবচেয়ে নেতিবাচক দিক। শুধু এ কারণেই আগামী নির্বাচনে তাদের আসন সংখ্যা কমবে। আবার ক্ষমতায় আসা নিয়েও অনেকে চিন্তিত। তারা আশা করছিলেন 'মি. ক্রাইসিসম্যান'কে ব্যর্থতার জন্যে ধমক দেবেন প্রধানমন্ত্রী। কিন্তু ঘটলো তার উল্টো।

প্রধানমন্ত্রী কি সবকিছু জেনেশুনেই ক্রাইসিসম্যানের ব্যর্থতার দায়ভার নিজের কাঁধে তুলে নিলেন? নাকি তিনি পুরোপুরি অন্ধকারে আছেন? শুনেছি ক্ষমতায় থাকলে নাকি এমন হয়। আওয়ামী লীগের অনেক নেতাই স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে এ কথা বলেন। নিজেদের ভুলের কথা স্বীকার করেন অকপটে। কিন্তু মজার ব্যাপার হলো, ভুল থেকে কেউ শিক্ষা নেয় না। আওয়ামী লীগ আবার ক্ষমতায় গেলে একই কাজ করবে। এখন যেটা করছে বিএনপি। ক্ষমতার 'প্রটোকলে' সবকিছুই নাকি রঙিন দেখায়।

খালেদা জিয়ার মিস্টার ক্রাইসিসম্যানের কথা অনুসারে বাজারে আগুন বলে কিছু নেই। মজুদ, সরবরাহ ঠিকই আছে। এই বর্ষার কারণে দামের কিছুটা হেরফের হচ্ছে মাত্র। দু'মাসের মধ্যেই সব ঠিক হয়ে যাবে। চিন্তার কিছু নেই।

ক্রাইসিসম্যান চিন্তিত না হলেও দেশের মানুষ চিন্তিত। চিন্তিত বিএনপির ভেতরে অনেকেই। একজন সাংসদ বাজেট বক্তৃতায় যেভাবে বলেছেন, অর্থাৎ জিনিসপত্রের দাম না কমালে সরকারের খবর আছে।

বাজারের অবস্থা আলোচনা করে ব্যবস্থা নেয়ার জন্য টাস্কফোর্সের সভা ডাকা হয়েছিল। সেখানে বাজারে চালের সরবরাহ বৃদ্ধির জন্য ওএমআর চালু করার সিদ্ধান্ত হয়েছে। সিদ্ধান্ত হয়েছে বেশ কিছু নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের শুল্কহার কমানোর জন্য এনবিআর-কে বলার। এরপরও ক্রাইসিসম্যান বলেছেন, বাজার স্থিতিশীল আছে। টাস্কফোর্সের সভায় উপস্থিত এফবিসিসিআইর সভাপতি আবদুল আউয়াল মিন্টু বলেছেন, সরকার বাজার নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা না করলে দু'মাস পর রোজার সময় সব জিনিসের দাম ২০ থেকে ৩০ শতাংশ বাড়বে। টিসিবি হিসাব দিয়েছে, গত এক মাসে নিত্যপ্রয়োজনীয় সব জিনিসের দাম ২ থেকে ২০ শতাংশ বেড়েছে।

কিন্তু সরকার বাজারের ওপর কোনো প্রকার নিয়ন্ত্রণ আরোপ করতে একেবারেই অনিচ্ছুক। তারা এভাবে ব্যাখ্যা করেন, দেশ এখন খোলাবাজার অর্থনীতি অনুসরণ করছে। খোলাবাজার অর্থনীতিতে বাজার নিয়ন্ত্রণের কোনো অবকাশই নেই।

সরকারের এ কথা যে কতখানি ভ্রান্ত তা বলার অপেক্ষা রাখে না। খোলাবাজার মানে নিয়ন্ত্রণহীন বাজার ব্যবস্থা নয়। বাজার ব্যবস্থার মধ্যেও প্রত্যেক সরকার তার দেশের স্বার্থ রক্ষার জন্য, জনগণের স্বার্থ রক্ষার জন্য বাজারের ওপর হস্তক্ষেপ করে। মজুদদার, মুনাফাখোরদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়।

মি. ক্রাইসিসম্যান চালের মূল্য ঊর্ধ্বগামী হবার কারণ সম্পর্কে বলেছেন, 'চালের যে ফলন হয়েছে তা পর্যাপ্ত। সরকারের কাছে যথেষ্ট পরিমাণ মজুদও আছে। চালের সরবরাহ ঠিক আছে। কেবল কিছু লোক মজুদ করছে বলে বাজার এভাবে চড়ে গেছে। এটা যদি সত্য হয়, তবে ওই মজুদদারদের বিরুদ্ধে সরকারের ব্যবস্থা নেয়ার কথা। দেশে মজুদবিরোধী আইনও আছে। তা ছাড়া সরকারের পক্ষ থেকে বাজার মনিটরিং করার ব্যবস্থা করা যেতে পারে। কিন্তু দেখা যাচ্ছে, বাজারে যদি সরবরাহ থেকেও থাকে, এরপরও বিক্রেতারা যা ইচ্ছে দাম চেয়ে বসছে। এতে মানুষের ধারণা হয়েছে যে, সরকার ইচ্ছাকৃতভাবেই এসব মজুদদার-মুনাফালোভীকে ক্রেতাদের দুর্দশা নিয়ে খেলতে দিচ্ছে।

বাজার মনিটরিং করা ছাড়াও সরকারের টিসিবি নামে একটি প্রতিষ্ঠান রয়েছে, যাকে আপৎকালীন ব্যবহার করে বাজার নিয়ন্ত্রণ করা যায়। কিন্তু 'খোলাবাজার' এবং 'ব্যবসা সরকারের বিষয় নয়' এসব কথা বলে এ প্রতিষ্ঠানকে মূলত অকার্যকর করে রাখা হয়েছে। অথচ সরকার খুব সহজেই টিসিবির মাধ্যমে প্রয়োজনীয় দ্রব্য আমদানির ব্যবস্থা করে বাজারে সরবরাহ অব্যাহত রাখতে পারে। কিন্তু বাণিজ্য মন্ত্রণালয় যে মনোভাব নিয়েছে তাতে টিসিবির কোনো উদ্যোগ পরিলক্ষিত হচ্ছে না। ফলে বাজারে জিনিসের দাম বেড়ে চলেছে। এই দাম আরো বাড়বে। কারণ ডলারের বিপরীতে টাকার মূল্যমান সম্প্রতি বেশ কমে গেছে। ডলারের দাম বেড়ে যাওয়ায় এবং বাজারে ডলারের সরবরাহ না থাকায় ব্যাংকগুলোতে এলসি হচ্ছে না। আর যদি এলসি হয়ও, তবে আমদানি করা জিনিসের খরচ পড়ে যাচ্ছে বেশি।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শুধু ক্রাইসিসম্যানকেই কথা বলার সুযোগ দেননি। তিনি নিজেও কথা বলতে শুরু করেছেন। সম্ভবত প্রভাবিত হয়েছেন ক্রাইসিসম্যান দ্বারা। প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, 'কোনো কিছুর দাম বাড়েনি। পত্রিকাগুলো অহেতুক লিখছে।' এ কথা তিনি বলেছেন জাতীয় সংসদে দাঁড়িয়ে। প্রধানমন্ত্রী আরো বলেছেন, 'দাম যা সামান্য বেড়েছে তার তুলনায় মানুষের আয় বেশি বেড়েছে।' তিনি সরকারি কর্মচারীদের বেতন বৃদ্ধির বিষয়টি বোঝাতে চেয়েছেন

ব্যবসায়ীদের অভিযোগ, এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় মাল পাঠাতে পথে পথে যে চাঁদা দিতে হয় তাতে মালের দাম বেড়েই যাবে। চাল ব্যবসায়ীদের অভিযোগ, ঢাকায় চাল পাঠাতে কেবল চাঁদাবাজিতেই বস্তাপ্রতি ১০০ টাকা বেশি দাম বেড়ে যায়। দিনাজপুর বা নাটোর থেকে চাল আসতে পথে যতগুলো থানা অতিক্রম করতে হয়, তার প্রতিটিকে চাঁদা তো দিতেই হয়, সরকারি দলের এমপি এবং তাদের লোকদেরও চাঁদা দিতে হয়। কেবল চাঁদাবাজি বন্ধ করলেই চালের দাম কেজিপ্রতি ২ টাকা করে কমে যেত।

এতদিন পর্যন্ত বাণী দিয়ে লোক হাসাচ্ছিলেন মি. ক্রাইসিসম্যান। এখন ক্রাইসিসম্যানের উপদেষ্টা রবকতউল্লাহ ভুলু যোগ দিয়েছেন সেই দলে। তিনি জিনিসপত্রের দাম বৃদ্ধি নিয়ে ঠাট্টা করেছেন এই বলে, 'মিন্টু ভাইদের (আবদুল আউয়াল মিন্টু) দাওয়াত-মেহমানদারিতে বেশি জিনিসপত্র কেনা হয় বলেই বাজারে দাম বেড়ে গেছে।'

মানুষের জীবন নিয়ে রসিকতা করা সম্ভবত একেই বলে!

বাণিজ্যমন্ত্রী ও বাণিজ্য উপদেষ্টার এসব কথা শুনে সেই ব্যাঙের বিলাপই মনে পড়ে যায়। খেলাচ্ছলে বাচ্চারা ব্যাঙটিকে ঢিল মেরে অতিষ্ঠ করে তোলায় সে বলেছিলো, 'তোমাদের জন্য যা খেলা, আমাদের জন্য তা মৃত্যু।'